পিএইচ.ডি পরীক্ষা সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরঃ-

(১) Who can liberate the soul?

Ans: None, except the Supreme Lord Sri Krishna can liberate the soul. (আত্মা)

(২) Where is the ultimate goal (শেষ গন্তব্য স্থান) of soul after liberation?

Ans: After liberation, the ultimate goal of soul is to enter into 'Kunjalia (কুঞ্জলীলা)'.

(৩) গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন--চৈ.চ.আ.লী-১ অধ্যায়, শ্লোক ১০৬ এর অর্থ লিখ।

'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা'। ইতি-(সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের)

Ans: মূল সত্য অর্থাৎ মূল প্রয়োজন (কুঞ্জলীলায় প্রবেশ) যদি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়, তবে তাকেই বাক্‌পটু বলা হয়। অর্থাৎ সেই প্রকৃত অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিদীপ্ত।

(৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন?

Ans: প্রধানতঃ দুইটি কারণে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।

প্রথম কারণ--বৃন্দাবনের তিনটি মন্দির বিখ্যাত ও বহু পুরাতন। চৈ.চ. গ্রন্থে আ.লী, ১ অধ্যায়ের ১৫,১৬,১৭ শ্লোক তিনটিতে ইহা বলা হয়েছে। শ্রীশ্রী রাধা-মদনমোহন, শ্রীশ্রী রাধা-গোবিন্দ ও শ্রীশ্রী রাধা-গোপীনাথ মন্দির। শ্রীশ্রী রাধা-মদনমোহন বিগ্রহের আশীর্বাদ ও আদেশে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থখানা লিখেছেন। সেজন্য মানুষ, মুনি-ঋষি ও জীবের লেখা কোনো গ্রন্থ ভগবানের আদেশে লেখা গ্রন্থের সমান বা শ্রেষ্ঠ হয় না। জীবেরা তাদের নিজস্ব জ্ঞানের অনুভূতি দিয়ে লেখা গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ হয় না।

দ্বিতীয় কারণ--জীবগণের কুঞ্জলীলায় (চিরসুখের জায়গা, যা কালের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না) প্রবেশের একমাত্র উপায় বর্ণনা করা হয়েছে উক্ত গ্রন্থটিতে, অন্য কোনো গ্রন্থে কুঞ্জসেবায় প্রবেশের উপায় লেখা নাই। এজন্য চৈ.চ. গ্রন্থকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।

(৫) চৈ.চ.আ.লী-৪প (৫,৬,১৫,১৬) শ্লোকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বাহ্যিক কারণ।

Ans: শ্লোক-৬ দেখ,

সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ।।

এইগুলি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ।

(৬) চৈ.চ.আ.লী-৩প (১৪, ১৯) শ্লোকে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেছেন চিরকাল প্রেমভক্তি দান করেন নাই, তাঁর অংশ-অবতার যুগধর্ম প্রবর্তন করেন। শ্লোক দুইটির তাৎপর্য দেখ।

Ans:

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।। (১৪)
যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।। (২৬)

একারণে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু চৈতন্যদেব এসে ব্রজপ্রেম প্রচার করেছেন। তাঁহার অংশ-অবতার এক এক যুগের ধর্ম প্রদান করেছেন।

(৭) চৈ.চ. গ্রন্থে নিম্নের শ্লোকগুলিতে কৃষ্ণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলা হয়েছে। এই শ্লোকগুলিতে মাধুর্যরসের একটু আভাস পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।। (আ.লী-৪প, ১৭৭)

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।। (ম-১, ৮প, ৯০)
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (গীতা-৪/১১)

শ্লোকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

Ans: শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা--যারা আমার কাছে যা প্রার্থনা করে অর্থাৎ যে রসে ভজনা করে, আমি তাকে সেইভাবে পুরস্কার দেই। ভগবানের কাছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিন্তা করিয়া প্রার্থনা জানাবে। কৃষ্ণ পুরস্কার দিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। সেজন্য কৃষ্ণ ঋণী থাকেন না এবং কৃষ্ণকে আর লাভ করা যাবে না। সুতরাং নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে প্রার্থনা করিবে না। কৃষ্ণকে সেবা দিয়ে ঋণী রাখতে হবে।

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে।। (আ.লী-৪প, ১৭৯)
এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয়--কহে ভাগবতে।। (ম-১, ৮প, ৯২)
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।
(ম-১, ৮প, ৯৩) (ভাঃ ১০/৩২/২২)

গোপীকাগণের বিরহভাবের ভজনের ঋণ কৃষ্ণ পরিশোধ করিতে পারেন না। গোপীগণের নিকট কৃষ্ণ আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং বিরহভাবে ভজনা করিবে।

(৮) এই জন্মেই মাধুর্যরস আস্বাদন করা যায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভজন প্রণালী দ্বারা কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করা যায়।

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন।। (চৈ.চ.আ.লী-৭প, ১৪৪)

শ্লোকটির তাৎপর্য বর্ণনা কর।

Ans: মাধুর্যরসে প্রেম বিকশিত করার ফলে ব্রজপুরে কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করা যায় এবং এই জন্মেই লাভ করা যায়। ইহাকে মানব-জীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ রূপে বিবেচনা করা হয়।

(৯) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি জীবের চৈ.চ. পাঠ-আলোচনা-শ্রবণ-কীর্তন এবং কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করার অধিকার আছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

যেবা নাহি বুঝে কেহ,   শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি,   জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত।। (চৈ.চ.ম-১, ২প, ৮৭)

Ans: শিশু-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকটি জীবের চৈ.চ. শ্রবণ-কীর্তন করার অধিকার আছে। ইহা কারোর একচেটিয়া অধিকার নহে। যদি কেহ অর্থাৎ বিখ্যাত ভক্তও যদি বলে এটা একমাত্র তারই অধিকার, আর কারোর অধিকার নাই, তাহলে সে অহঙ্কারী ব্যক্তি। চৈ.চ. গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান নেই। সেই ভক্তকেও পরিত্যাগ করিবে।

(১০) চৈ.চ. গ্রন্থের নিম্নের শ্লোকটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর।। (ম-১, ৮প, ২০১)

Ans: শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রসের ভক্তগণ এই লীলায় প্রবেশ করতে পারে না। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে ভক্ত বাৎসল্যরস পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু মাধুর্যরসে কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করতে পারে না।

(১১) চৈ.চ. গ্রন্থের নিম্নের লেখা শ্লোক দুইটির তাৎপর্য বর্ণনা কর।

সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি।।
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।। (ম-১, ৮প, ২০৪, ২০৫)

Ans: যে সকল জীব সিদ্ধ বাবার নিকট হইতে মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাদের আত্মা সখীদেহ লাভ করে, শুধুমাত্র সেই সিদ্ধদেহপ্রাপ্ত আত্মা সখী হয়ে কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করে। অন্য কোনো পুরুষ বা স্ত্রী লোকের প্রবেশ করার অধিকার নেই। বিখ্যাত ভক্ত হলেও না।

(১২) চৈ.চ. গ্রন্থের নিম্নের লেখা শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা দাও।

সব গোপী হৈতে রাধাকৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকু- প্রিয় 'প্রিয়ার সরসী'।। (ম-২, ১৮প, ৭)
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কু-ং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।। (ম-২, ১৮প, ৮) (পদ্ম পূরাণের শ্লোক)

Ans: সব গোপীর মধ্যে রাধারাণী যেমন প্রিয়তমা, তেমনি রাধাকু-ও প্রিয়। কারণ এটি রাধারাণীর নিজস্ব সরোবর বা স্নান করার পুকুর। এই কারণে রাধাকু- বিশ্বব্রমান্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সবাই মনে রাখবে।

(১৩) চৈ.চ. গ্রন্থের নিম্নের শ্লোকটির অর্থ বল ।

বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।। (ম-২, ২২প, ১৪২)

Ans: বিধি-ধর্ম ত্যাগ ক'রে মাধুর্যরসে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করলে কখনো নিষিদ্ধ পাপাচারে মন যাবে না। বিধি-ধর্ম ত্যাগ না করলে পাপাচারে লিপ্ত হবে। অর্থাৎ মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তবেই পাপমুক্ত হবে।

(১৪) চৈ.চ. গ্রন্থের নিম্নের লেখা শ্লোক দুইটির তাৎপর্য বর্ণনা কর।

বাহ্য, অভ্যন্তর,-- ইহার দুইত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন।।
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।। (ম-২, ২২প, ১৫৬,১৫৭)

Ans: শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুই প্রকার সাধনা শিক্ষা দিয়েছেন। বাহ্যিক সাধনা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ-কীর্তন। অন্তরের সাধনা হচ্ছে মঞ্জরীদের ধ্যানমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সখীদেহ প্রাপ্ত হইয়া লীলা-স্মরণ করিয়া নৃত্য-গীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সখীদেহে কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করা। এই দুই প্রকার সাধনা একই সাথে চলিতে থাকিবে।

(১৫) চৈ.চ. গ্রন্থের নিম্নের শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও ।

কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে ।। (অ.লী-২প, ৬৬)

Ans: ব্রজপুর ছেড়ে কৃষ্ণ কখনো বাহিরে যান না। ব্রজপুরে সখীগণসহ রাধারাণীর সঙ্গে রাত্রি-দিন খেলা করেন। যদুকুমার কৃষ্ণ--বাসুদেব কৃষ্ণ, তিনি মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। এ সকল স্থানে মাধুর্যরসে লীলা হয় না। যিনি

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ব্রজপুর অর্থাৎ অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে কোথাও যান না। ব্রজপুরের বাহিরে যে লীলা, সেই সকল স্থানে কৃষ্ণের কতিপয় গুণ কম থাকে।

(১৬) চৈতন্য মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। স্বরূপ দমোদর গোস্বামী, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতি ও শিখি মাহিতির বোন মাধবীদেবী, স্ত্রীলোক মাধবীদেবীকে অর্ধজন গণ্য করা হয়। সেজন্য তাঁকে দূরে বসতে হতো, কমপক্ষে তিন (৩) হাত দূরে। কারণ তিন হাতের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা হলে অসামাজিক ও অবৈধ স্ত্রী সঙ্গে-জড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে চৈ.চ. গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটির তাৎপর্য বর্ণনা কর।

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।। (অ.লী-২প, ১৪৪)

Ans: স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্যা-জ্ঞানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। শ্রীল প্রভুপাদ চাণক্য প-িতের এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন--মাতৃবৃৎ পরদ্বারেষু। সকলেরই স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা বর্জন করা উচিৎ। অন্যের স্ত্রী-কন্যাকে মায়ের মতো জ্ঞান করবে। মায়ের মতো সম্মান করবে। মা ব'লে ডাকবে। তেমনই স্ত্রীলোকেরা অন্য পুরুষকে নিজ পুত্র জ্ঞান করিবে। নিজ পুত্রের মতো আশীর্বাদ করিবে। সর্বতোভাবে মাতা-পুত্রের দৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

(১৭) চৈ.চ. গ্রন্থে হৃদরোগ অর্থাৎ কামক্রীড়ার বাসনা সঙ্গে সঙ্গে দূর হওয়ার উপায় এই দুইটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাখ্যা কর।

ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস।।
হৃদ্‌রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয়।। (অ.লী-৫প, ৪৫,৪৬)

Ans: সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ব্রজবধূর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল প্রকার হৃদরোগ অর্থাৎ কামক্রীড়া খেলার বাসনা ও বিষয় বাসনা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। ইন্দ্রিয়-ভোগের বাসনা সম্পূর্ণরূপে দূর করার আর কোনো উপায় নাই, ইহাই একমাত্র উপায়।

(১৮) বেদ-পুরাণ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবত-চৈতন্যভাগবত বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বৈধিভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলি পূর্বের দুর্বল বিধি। একমাত্র চৈ.চ. গ্রন্থে বলবান্ পরবিধি বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দাও। প্রত্যেককে বলবান্ বিধি অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস ও অনুসরণ করিতে হইবে।

Ans: পূর্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্।। (অ.লী-৮প, ৮০)

পূর্ববর্তী বিধি এবং পরবর্তী বিধির মধ্যে পরবর্তী বিধিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। চৈ.চ. গ্রন্থখানাকে অবহেলা করিবে না। বলবান্ বিধিগুলিকে অবশ্যই মানতে হবে। এই শ্লোকটি ন্যায়-শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত।

(১৯) চৈ.চ. গ্রন্থের এই শ্লোকটিতে ব্রজে বাস করার নির্দেশ আছে। শ্লোকটি লিখ।

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস,--এই পঞ্চ সাধন প্রধান।। (ম-২, ২৪প, ১৯৩)

Ans: কৃষ্ণধাম শ্রীব্রজে অবশ্যই বাস করিবে।

(২০) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে চার (৪)টি অসাধারণ গুণ অর্থাৎ মাধুর্য বেশী রয়েছে, যেগুলি অন্য কোনো অংশ-অবতারে নাই। এগুলি বল।

Ans: (১) লীলামাধুর্য, (২) প্রেমমাধুর্য, (৩) বেণুমাধুর্য, (৪) রূপমাধুর্য। এই চারটি গুণ বেশী থাকায় কৃষ্ণ সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর। অন্য অংশ-অবতারে গুণ কম থাকায় তাহা আংশিক শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ আংশিক ভগবান।

(২১) দেবতা ও দেব-দেবী উপাসকেরা মুক্ত নয়। তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু আছে। গীতা হইতে ৮-১৬ ও ১৮-৪০ শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা দাও।

Ans: দেবতারা স্বর্গলোক পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে। আবার পুনর্জন্ম হয়। মুক্ত নয়।

(২২) নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির উপাসকেরা ব্রহ্মজ্যোতিতে পৌঁছিলেও কিছুকাল পরে এই জগতে অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়, মুক্ত নয়। ভাগবতে লিখিত (১০-২-৩২) শ্লোকের তাৎপর্য বল।

Ans: তাৎপর্য দেখ।

(২৩) ভাগবতমে তৃতীয় স্কন্ধে বলা হয়েছে জীবের জড় শরীর ২৪ (চব্বিশ) টি জড় বস্তু দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। আরো দুইটি অপ্রাকৃত বস্তু আত্মা ও পরমাত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। এই জড় বস্তুগুলির কাম-ক্রোধ-লোভ এই তিনটি বস্তুকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে। যারা কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয় তারা নরকে পতিত হয়। এ বিষয়ে ভাগবতম্ ও গীতা- (১৬-২১) শ্লোকগুলির গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দাও।

Ans: তাৎপর্য দেখ।

(২৪) আমরা কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করার সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহী কেন? ভগবানের ধামে বিভিন্ন স্থানে (ব্রহ্মজ্যোতি-মায়াপুর-নবদ্বীপ-শ্বেতদ্বীপ-হরিদ্বার-বদ্রিকাশ্রম-বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-জগন্নাথপুর-দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবনে শান্তরসে-দাস্যরসে-সখ্যরসে-বাৎসল্যরসের) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে পাঁচ (৫) প্রকার মুক্তি (সাযুজ্য-স্বারূপ্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সালোক্য) পেয়ে জন্মগ্রহণ করলেও অর্থাৎ পৌঁছিলেও সেই সকল জায়গায় সুখ নষ্ট হয় এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। একমাত্র চিরসুখের জায়গা কুঞ্জলীলায় রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের খেলায়, যা কালের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, পৌঁছিতে হইবে। এজন্য গোপীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং কুরুক্ষেত্রে বিরহলীলা স্মরণ ও নৃত্যগীত করিতে হইবে। এ বিষয়ে চৈ.চ. গ্রন্থে (আ.লী-৪প, ২০৭-২০৮) ও (ভা. ৩-১৯-১৩, ৯-৪-৬৭) শ্লোকগুলির তাৎপর্য বিশেষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

Ans: তাৎপর্য দেখ।

(২৫) গুরুদেব যদি শিষ্যকে কুঞ্জলীলায় পৌঁছে দিতে অসমর্থ হয়, পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা-আত্মীয়স্বজন-স্বামী রাধাকৃষ্ণে সেবা কাজে বাধা সৃষ্টি করে, তারা সবাই পর, কেহ আপন নহে। তাদের ত্যাগ করলে কোনো অপরাধ হয় না। এই বিষয়ে (ভা. ৫-৫-১৮) শ্লোকটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দাও।

Ans: ভাগবত ও চৈ.চ.ম.লী-১, শ্লোক-১৮১, অধ্যায় ৩ এর তাৎপর্য লিখ।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন
মোচয়েদ্ যঃ সমুপেমৃত্যুম।।

(২৬) আরো শ্লোক দেখ বিশুদ্ধ ধ্যান পদ্ধতি অর্থাৎ ভজন প্রণালীতে।

(২৭) কুঞ্জলীলায় পৌঁছিতে সাত (৭) টি গুণ অবশ্যই অর্জন করিতে হইবে। প্রত্যেকের পরীক্ষা নেওয়া হবে নিচে লেখা গুণগুলি শিক্ষা লাভ করেছে কি না। ভাগবতমে ১১/১৪/২৪ শ্লোক দেখ।

Ans: (১) বাক্যে গদ্ গদ্ স্বর নির্গত হয়, (২) হৃদয় বিগলিত হয়, (৩) রোদন করেই চলে, (৪) কখনো কখনো হাসে, (৫) লজ্জা বোধ করে, (৬) উচ্চৈস্বরে গান করে, (৭) নৃত্য করে।

(২৮) সর্বশেষে অবশ্য করণীয় প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে বিশুদ্ধ ভজন প্রণালী অভ্যাস করতে এবং কুঞ্জলীলায় প্রবেশ করতে। শ্রীশ্রী ধ্যানচন্দ্র স্মরণপদ্ধতি গ্রন্থে লেখা আছে (পৃঃ ১১২-১১৩ দেখ)–উপাস্য মন্ত্রভেদে ছয়টি (৬) মন্ত্র জপ

করিলে বৃন্দাবনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যরসের স্থানে সাধক পৌছিতে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে। যাঁহাদের মন্ত্র জপ করিলে যে যে রসের স্থানে পৌছানো যাইবে, তাহা বর্ণনা কর।

Ans: (i) প্রতিদিন ১৬ (ষোল) মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করিলে বৃন্দাবনে কীট-পতঙ্গ-পশু-পাখি-ময়ূর-হরিণ-বৃক্ষরূপে শান্তরসের স্থানে, (ii) গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিলে বৃন্দাবনে চাকর-চাকরাণীরূপে দাস্যরসের স্থানে, (iii) কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে বৃন্দাবনে সখারূপে সখ্যরসের স্থানে, (iv) রাধামন্ত্র জপ করিলে বৃন্দাবনে বাৎসল্যরসের ভাবে রাধার চরণে আশ্রয় লাভ করিতে, (v) ললিতাদি অষ্ট প্রধান সখীদের মন্ত্র জপ করিলে বৃন্দাবনে আরো উন্নত বাৎসল্যরসের ভাবে রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন খেলা করার জায়গাগুলিতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাইবে। এই সকল অস্থায়ী সুখের জায়গায় সুখ কালের দ্বারা নষ্ট হইবে। (vi) অষ্ট মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিয়া সিদ্ধদেহ অর্থাৎ গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখের জায়গা, রাধাকৃষ্ণের সুন্দর গৃহে অর্থাৎ ব্রজপুরে কুঞ্জলীলায় সাধক প্রবেশ করিতে পারিবে, যাহা কালের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সেজন্য এই জন্মে মঞ্জরীগণের ধ্যানমন্ত্র জপ করাই কর্তব্য। অবশ্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র একই সঙ্গে জপ করিতে হইবে।

(২৯) শ্রীল প্রভুপাদ চৈ.চ.ম-২, ২৩ অধ্যায়, ১০৫ শ্লোকের তাৎপর্যে লিখেছেন বিদেশী ভক্তদের শিক্ষা ও ভারতীয় ভক্তদের শিক্ষা পৃথক হইতে পারে। বিধিমার্গে বিদেশী ভক্তদের শিক্ষা ও রাগানুগামার্গে ভারতীয় ভক্তদের শিক্ষা পদ্ধতি পৃথক হইতে পারে। ইহা আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করো কি না?

(৩০) শ্রীল প্রভুপাদ কোনো ভক্তকে সর্বোচ্চ স্তরের গুরু হওয়ার দায়িত্ব দিয়া নির্বাচিত করেন নাই এবং গোপীদের আনুগত্য বরণ করিতে কোনো ভক্তকে মাধুর্যরসের গোপীমন্ত্রে দীক্ষা দেন নাই। সেই কারণে ISKCON এ গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় আর কোনো উপযুক্ত গুণসম্পন্ন গুরু নাই এবং গোপীমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার অধিকারও নাই। তুমি কি এই বিবরণ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করো?

Ans: সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত না হইলে গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় উপযুক্ত দীক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্যতা হয় না। শ্রীগুরুদেব অবশ্যই অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবেন। তাই প্রভুপাদকে আধ্যাত্মিক গুরুরূপে বরণ করিয়া আমরা তাঁহার ভাবশিষ্য হইতে পারি, ইহা জ্ঞান-পরম্পরা। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন–আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান ভক্তরা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মত সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত নয়। তাই ISKCON এ গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় আর কোনো উপযুক্ত গুরু নাই। আমি এই বিবরণের সহিত একমত পোষণ করি।

(চৈ.চ.ম.লী-২৪প, ৩৩০ দেখ), (চৈ.চ.অ.লী-৩প, ২২০দেখ)

(৩১) Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has written in the book 'Preaching is the Essence' – "Serious students of this Krsna consciousness movement must understand their great responsibilities to preach the cult of Vrndavana (devotional service to the Lord) all over the world…. I am hopeful that some of our students can take up this responsibility and render the best service to humanity by educating people in Krsna consciousness (page-13)".

The cult of Vrindavana has been elaborately and clearly described in Sri Chaitanyacharitamrita. তুমি কি নির্জনে ভজন না করিয়া SUC এর ছাত্র/ছাত্রী হইয়া প্রভুপাদের নির্দেশ মত Cult of Vrindavana তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে?

Ans: নির্জনে ভজন অর্থাৎ যারা ভজনানন্দী, তাহাদের নিজেদের উন্নত স্থানে যাওয়ার মনোভাব দেখা যায় অর্থাৎ Self, যাহা আত্মকেন্দ্রিক উন্নত হওয়ার বাসনা। তাহারা জগতের অন্যান্য জীবদের উন্নত স্থানে পৌছে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেন না এবং মনোভাবও থাকে না। সুতরাং আমার মত জগতের সর্বত্র প্রচার করিতে গোষ্ঠানন্দী হওয়াই প্রচারকের সর্বোত্তম

কার্য। এইরূপ প্রচারকেরা শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত। আমি Cult of Vrindavana তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শিক্ষা সারা জগতে প্রচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত হইব।

(গীতা-১৬/২১, ১৮/৬৮-৬৯-৭০ দেখ)

(৩২) উপসংহারে লিখিত দুইটি প্রস্তাবের উপর আরো গবেষণা করিতে হইবে।